.গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ অধিশাখা

বিষয়: রেলপথ মন্ত্রণালয়ের এপ্রিল ২০১৯-এর মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়
তারিখ : ২৫ এপ্রিল ২০১৯
সময় : বিকাল ০৩: ০০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ (৯ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকাঃ পরিশিষ্ট 'ক' দ্রষ্টব্য।

০২। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর সভাপতি সভার আলোচ্য বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য উপসচিব (প্রশাসন-২)-কে অনুরোধ করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২) আলোচ্যসূচি অনুযায়ী ২৫ মার্চ ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক অভ্যন্তরীণ সমন্বয়সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করেন এবং কোন আপত্তি/সংশোধনী না থাকায় উক্ত কার্যবিবরণীটি অনুমোদন করা হয়। পরবর্তীতে গত সভায় গৃহিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করা হয়।

০৩। সভায় বিস্তারিত বিষয়াদি ইংরেজিতে আলোচনান্তে নিম্নরূপ সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়ঃ

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১	মন্ত্রণালয়ে জনবল নিয়োগ	সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, আগামী ২৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ এবং ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারীদের পদোন্নতির জন্য ডিপিসি'র সভা আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, দ্রুত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে একটি ভাল মানের নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	দ্রুত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হবে এবং নিয়োগ ও পদোন্নতি সংক্রান্ত বিধি-বিধান যথাযথভাবে অনুসরণ করে একটি ভাল মানের নিয়োগ প্রদান নিশ্চিত করতে হবে।	যুগ্মসচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.২	অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ	উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, APA ও NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ আয়োজন অব্যাহত রয়েছে। মার্চ ২০১৯ মাস পর্যন্ত জনপ্রতি ৫৮.৮২ কর্মঘন্টা প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, গত ১০ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে আগামী ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এছাড়া, আগামী ৫-৭ মে ২০১৯ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে "অগ্নি নির্বাপন যন্ত্রের ব্যবহার ও পদ্ধতি" বিষয়ের ওপর ১ দিনব্যাপী ২টি ব্যাচে ২টি প্রশিক্ষণ ও ১টি মহড়ার (ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ) আয়োজন করা হয়েছে। সভাপতি বলেন যে, APA ও NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য প্রশিক্ষণসূচি অনুসারে প্রশিক্ষণ আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।	APA ও NIS-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশিক্ষণসূচি'র আলোকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে।	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ) সভায় জানান যে, এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে বাস্তবায়নকারী কর্মকর্তা/দপ্তরের সাথে ছোট ছোট গ্রুপ করে নিয়মিত সভা করা হচ্ছে। এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্টদেরকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, এপিএ'র আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যের আওতায় গৃহীত কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ত্বরান্বিত করার জন্যও সভা আয়োজন করা হচ্ছে।	(১) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের নিমিত্ত উচ্চ ও মধ্যম ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত কার্যক্রম/সূচক নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সাথে আলাদা সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে; (২) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নির্ধারিত কার্যক্রম যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে	১। যুগ্মসচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (সংশ্লিষ্ট সকল),

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>সভাপতি বলেন যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন বাংলাদেশ রেলওয়ের এপিএ'র সাথে মন্ত্রণালয়ের এপিএ'র গুণগত পার্থক্য থাকে এবং তা ফলাফলধর্মী হয়। তিনি এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানান এবং এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন আগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>হবে এবং সর্বশেষ বাস্তবায়ন আগ্রগতি সভায় ।উপস্থাপন করতে হবে; এবং
(৩) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের ২০১৯-২০ অর্থবছরের এপিএ এমনভাবে প্রস্তুত করতে হবে যেন বাংলাদেশ রেলওয়ের এপিএ'র সাথে মন্ত্রণালয়ের এপিএ'র গুণগত পার্থক্য থাকে এবং তা ফলাফলধর্মী হতে হবে।</td><td>রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্মসচিব (বাজেট ও পরিবীক্ষণ), রেলপথ মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td>৩.৪</td><td>জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়ন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। গত ৮ এপ্রিল নৈতিকতা কমিটির তৃতীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া, গত ১৫ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) কর্ম-পরিকল্পনার তৃতীয় কোয়ার্টারের (জানুয়ারি-মার্চ ২০১৯) প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে, গত ১৮ এপ্রিল ২০১৯ তারিখ বিকাল ০৩:০০ টায় রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম সুজন,এমপি-এঁর উপস্থিতিতে একটি "অংশীজন সভা" (৫ম সভা) কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে।
সভাপতি বলেন যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে দাখিলকৃত NIS কর্ম-পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কোয়ার্টারভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা পুরণ নিশ্চিত করতে হবে এবং এ বিষয়ে সর্বশেষ বাস্তবায়ন আগ্রগতি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>(১) NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রতি কোয়ার্টারের কার্যক্রম যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে হবে; এবং
(২) NIS-এর কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন অগ্রগতি সম্পর্কে প্রতিমাসের অভ্যন্তরীণ সমন্বয় সভায় প্রতিবেদন উপস্থাপন করতে হবে।</td><td>১। অনুবিভাগ প্রধান (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। উপসচিব (প্রশাসন-২), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৫</td><td>বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-৩) সভায় জানান যে, মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪৬টি। সভাপতি মামলা পর্যালোচনা সভা আয়োজন অব্যাহত রেখে অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশনা প্রদান করেন।</td><td>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে পর্যালোচনা সভা আয়োজন অব্যাহত রাখতে হবে এবং অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।</td><td>অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৬</td><td>অডিট আপত্তি</td><td>অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি), রেলপথ মন্ত্রণালয় সভায় মার্চ ২০১৯ পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি, দাবী ও নিষ্পত্তির নিম্নোক্ত বিবরণ উপস্থাপন করেনঃ
<table>
<tr><th>ধরণ</th><th>মার্চ/ ২০১৯ মাস পর্যন্ত জের</th><th>মার্চ/ ২০১৯ মাসে প্রাপ্ত আপত্তি</th><th>মোট আপত্তি</th><th>মার্চ/ ২০১৯ মাসে অডিট নিষ্পত্তি</th><th>মার্চ/১৯ মাস পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি</th></tr>
<tr><td>সাধারণ</td><td>১৬,১৪৯</td><td>৯</td><td>১৬,১৫৮</td><td>১৭</td><td>১৬,১৪১</td></tr>
<tr><td>অগ্রিম</td><td>১৩৭৪</td><td>-</td><td>১৩৭৪</td><td>-</td><td>১৩৭৪</td></tr>
<tr><td>খসড়া</td><td>৫৬৮</td><td>-</td><td>৫৬৮</td><td>-</td><td>৫৬৮</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>১৮,০৯১</td><td>৯</td><td>১৮,১০০</td><td>১৭</td><td>১৮,০৮৩</td></tr>
</table>
তিনি বলেন যে, পিএ কমিটিতে আলোচিত ও অনিষ্পন্ন ৫৮টি অডিট আপত্তির মধ্যে ৪২টি অডিট আপত্তির জবাব মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে-এর নিকট পেন্ডিং রয়েছে; অবশিষ্ট ১৬টির অডিট আপত্তির জবাব নিষ্পত্তির জন্য রেলওয়ে অডিট দপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, গত ১৪ মার্চ ২০১৯ তারিখে মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব)-এর সাথে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতি পেন্ডিং অডিট আপত্তি দ্রুত নিষ্পত্তির নিমিত্ত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য আহবান জানান এবং গত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বহাল রাখার নির্দেশনা দেন।</td><td>(১) দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
(২) পূর্বাঞ্চলের অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তিগুলো দ্রুত reconcile করে প্রকৃত ও হালনাগাদ প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে;
(৩) পিএ কমিটি'তে আলোচনাযোগ্য অডিট আপত্তিগুলোর জবাব দ্রুততম সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে অনুরোধ জানাতে হবে; এবং
(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিতে অবহেলা করবে</td><td>(১) অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>ক্রম:</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নে</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>তাদেরকে চিহ্নিতকরে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।</td><td></td></tr>
<tr><td>৩.৭</td><td>ই-ফাইলিং, ভিডিও-কনফারেন্স, ওয়েবসাইট ও উদ্ভাবনী উদ্যোগ সংক্রান্ত</td><td>সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট বলেন যে, ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এর তুলনায় মার্চ ২০১৯-এ ই-ফাইলে নথি এবং ডাক নিষ্পত্তির হার গত মাসের তুলনায় বৃদ্ধি পেয়েছে যা নিম্নোক্ত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়ঃ
<table>
<tr><th>ক্রঃ নং</th><th>বিষয়</th><th>ফেব্রুয়ারি ২০১৯</th><th>মার্চ ২০১৯</th><th>বৃদ্ধি</th><th>হ্রাস</th></tr>
<tr><td>০১।</td><td>নথি</td><td>৩৭.৫৬%</td><td>৫৩.২৯%</td><td>(৫৩.২৯-৩৭.৫৬) =১৫.৭৩%</td><td></td></tr>
<tr><td>০২।</td><td>ডাক</td><td>২৫.২৬%</td><td>৩৩.৬৬%</td><td>(৩৩.৬৬-২৫.২৬) =৮.৪%</td><td></td></tr>
</table>
তিনি আরও জানান যে, মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের মধ্যে ই-নথি কার্যক্রম বাস্তবায়নে রেলপথ মন্ত্রণালয়ের মার্চ ২০১৯ মাসে অবস্থান ২০তম যা ফেব্রুয়ারি ২০১৯ মাসের তুলনায় দুই ধাপ এগিয়েছে। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড ও ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ করা হচ্ছে মর্মেও তিনি উল্লেখ করেন।

সভাপতি বলেন যে, সকল অনুবিভাগে ই-ফাইলিং কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে এবং এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে। এ ছাড়া, মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোড এবং ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সভা করার ওপর জোর দিয়ে তিনি বলেন যে, মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন/উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত সভা ব্যতিত অন্যান্য সকল সভা ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে আয়োজন করতে হবে। সভাপতি উপসচিব পর্যন্ত সকল কর্মকর্তার এপ্রিল ২০১৯ মাসের বেতন ভাতার বিল আবশ্যিকভাবে অন-লাইনে দাখিল নিশ্চিত করার নির্দেশনা দেন।</td><td>(১) এপিএ'র লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী কমপক্ষে শতকরা ৫০ ভাগ নথি ই-ফাইলিং-এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি এবং শতকরা ৪০ ভাগ পত্র ই-নথিতে জারি নিশ্চিত করতে হবে;
(২) মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কার্যক্রমের যাবতীয় তথ্য/ছবি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে নিয়মিত আপলোডকরত: ওয়েবসাইটটি হালনাগাদ রাখতে হবে;
(৩) মাসিক সমন্বয় সভা এবং উন্নয়ন/উন্নয়ন প্রকল্প সংক্রান্ত সভা ব্যতিত অন্যান্য সকল সভা ভিডিও কনফারেন্স-এর মাধ্যমে আয়োজন করতে হবে; এবং
(৪) উপসচিব পর্যন্ত সকল কর্মকর্তার এপ্রিল ২০১৯ মাসের বেতন ভাতার বিল আবশ্যিকভাবে অন-লাইনে দাখিল নিশ্চিত করতে হবে।</td><td>১। অনুবিভাগ প্রধান (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়;
২। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইসিটি) রেলপথ মন্ত্রণালয়;
৩। অনুবিভাগ প্রধান (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল),রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
<tr><td>৩.৮</td><td>পরিদর্শন</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় জানান যে, মার্চ ২০১৯-এ সহকারী সচিব (প্রশাসন-৫) কর্তৃক শাখা পরিদর্শন করা হয়েছে। তবে, উন্নয়ন প্রকল্প/শাখা পরিদর্শন সংক্রান্ত কোন প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি।
সভাপতি প্রমাপ অনুযায়ী শাখা/অধিশাখা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে প্রতি দুই মাসে একবার শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করার অনুরোধ করেন। এছাড়া, উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য গঠিত ৪টি কমিটির সদস্যদেরকে রমজান মাস শুরুর পূর্বে কমপক্ষে ১টি করে উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিলের জন্যও সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মন্ত্রণালয়ে নবযোগদানকৃত সকল কর্মকতাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দেয়ার জন্য নির্দেশ দেন।</td><td>(১) প্রমাপ অনুযায়ী নিয়মিত শাখা/ অধিশাখা পরিদর্শন করতে হবে এবং প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে;
(২) মন্ত্রণালয়ে নবযোগদানকৃত সকল কর্মকতাকে দায়িত্বপ্রাপ্ত শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দিতে হবে; এবং
(৩) উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শনের জন্য গঠিত ৪টি কমিটির সদস্যদেরকে রমজান মাস শুরুর পূর্বে কমপক্ষে ১টি করে উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।</td><td>১। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়</td></tr>
<tr><td>৩.৯</td><td>অনিষ্পন্ন বিষয়</td><td>উপসচিব (প্রশাসন-২) সভায় বলেন যে, প্রশাসন-৩ শাখার ৯টি, আইন শাখার ৩টি বিষয়সহ মোট ১২টি বিষয় অনিষ্পন্ন রয়েছে। সভাপতি অনিষ্পন্ন বিষয়াদি কতদিন ধরে অনিষ্পন্ন রয়েছে ও নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির বিস্তারিত বিবরণ (তাগিদপত্র ইস্যুর তথ্যসহ) একটি ছকে উপস্থাপন করতে হবে। তিনি অনিষ্পন্ন বিষয়সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য নির্দেশনা দেন।</td><td>(১) অনিষ্পন্ন বিষয়াদি কতদিন ধরে অনিষ্পন্ন রয়েছে ও নিষ্পত্তির জন্য গৃহীত ব্যবস্থাদির বিস্তারিত বিবরণ (তাগিদপত্র ইস্যুর তথ্যসহ) একটি ছকে উপস্থাপন করতে হবে; এবং

(২) অনিষ্পন্ন বিষয়ের তালিকা হালনাগাদকরত: দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।</td><td>সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।</td></tr>
</table>

ক্রম:	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নে
৩.১০	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা, রেলওয়ে নিরাপত্তা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান	উপসচিব (প্রশাসন-১) সভায় জানান যে, মার্চ ২০১৯-এ মোট ০৭টি মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হয়েছে এবং ১৩৩টি মামলায় ১২,২০০/- টাকা অর্থদন্ড আদায় করা হয়েছে; তবে, কোন আসামীকে কারাদন্ড দেয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন যে, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক স্টেশনে পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, মোবাইল কোর্ট পরিচালনাকালে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ রেলস্টেশন ও ট্রেনের ভিতরের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করে থাকেন এবং মোবাইল কোর্ট পরিচালনা শেষে আলাদা প্রতিবেদনও প্রেরণ করেন। এ সময় রেলওয়ে নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করে ট্রেনের ছাদে যাত্রী ওঠা এবং বিনা টিকেটে যাত্রী ভ্রমণরোধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। সভাপতি বলেন যে, নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। তিনি মোবাইল কোর্টের ক্ষমতাপ্রাপ্ত সকল এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে বেশী করে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নির্দেশ দেন। তিনি কমলাপুর এবং বিমানবন্দর স্টেশনসহ টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ দেশের বড় বড় স্টেশগুলোতে মোবাইল কোট পরিচালনা এবং ট্রেন ও রেলস্টেশনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনার নির্দেশনা দেন। সভাপতি ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধ করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্যও নির্দেশ দেন।	(ক) প্রত্যেক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রতি মাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; (খ) কমলাপুর, বিমানবন্দর, টঙ্গী, জয়দেবপুর, ভৈরব, এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া স্টেশনসহ দেশের বড় বড় স্টেশনগুলোতে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে; (গ) ট্রেন এবং রেলস্টেশনে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতা অভিযান অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে; এবং (ঘ) ট্রেনের যাত্রী ও মালামালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে এবং বিনা টিকিটে যাত্রীদের ট্রেনের ভিতরে ও ছাদে ওঠা বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩.১১	বিবিধ	সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) বলেন যে, মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা যেতে পারে। সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক এধরণের অনেক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট ২০০৯-২০১০ অর্থবছর হতে অনেক গুণ বৃদ্ধি পেলেও কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা/সক্ষমতা সেভাবে বৃদ্ধির জন্য অদ্যাবধি কোন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়নি। তিনি প্রাথকিভাবে ছোট পরিসরে হলেও একটি প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে জানান। সভাপতি বলেন যে, প্রস্তাবটি অত্যন্ত সময়োপযোগি এবং এ লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। তিনি মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি খসড়া ডিপিপি তৈরির জন্য উপসচিব (উন্নয়ন-১) অধিশাখাকে নিদেশনা দেন।	মন্ত্রণালয়ের কর্মকতা-কর্মচারিদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য আগামী ১৫ দিনের মধ্যে একটি খসড়া ডিপিপি তৈরি করতে হবে।	উপসাচিব (উন্নয়ন-১) অধিশাখা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।

৪। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

(মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন)
সচিব

নং ৫৪.০০.০০০০.০০৮.০০৬.১১.১৭- ২৯২

তারিখ: বৈশাখ ১৪২৬ / মে ২০১৯

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

০১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৩। যুগ্ম-সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

০৪। উপ-সচিব/উপ-প্রধান (সকল)/অতিরিক্ত প্রধান পরিকল্পনা কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৫। সচিবের একান্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৬। সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী সচিব (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
০৭। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, রেলপথ মন্ত্রণালয়, ঢাকা (কার্যবিবরণীটি মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
০৮। সিস্টেম এনালিস্ট/প্রোগ্রামার/সহকারী প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাক।
০৯। সিনিয়র তথ্য অফিসার, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১০। হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।
১১। প্রশাসনিক কর্মকর্তা/ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (সকল), রেলপথ মন্ত্রণালয়, রেলভবন, ঢাকা।

(আলতাফ হোসেন সেখ)
উপসচিব
ফোনঃ ৪৭১২৪৩১৫
admin2@mor.gov.bd